তারিখ 30 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক
ইনকিলাব

ঢাবি ক্যাম্পাস বিক্ষোভে উত্তাল

ভিসি ও প্রক্টর অবরুদ্ধ : বাম ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র দলের মধ্যে সংঘর্ষে আহত ২০

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাস চাপায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপি নিহত হওয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল ক্যাম্পাস ছিল বিক্ষোভে উত্তাল। পরিস্থিতি ছিল থমথমে। রিকশা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোনো যানবাহন চলাচল করেনি। চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভিসি, প্রক্টরকে অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনায় বাম ছাত্র সংগঠনের সাথে ছাত্র দলের সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ ২০ জন আহত হয়েছে। হ্যাপি নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, বাম ছাত্র সংগঠন মনোবিজ্ঞান বিভাগ, আইইআর, রোকেয়া হলের ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে শোক র‌্যালি, মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

২-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ঢাবি ক্যাম্পাস বিক্ষোভে উত্তাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকাল ১০টার দিকে মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা কলা ভবনের সামনে থেকে এক শোক র‌্যালি বের করে। প্রায় দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর এ র‌্যালিটি কলা ভবন, লাইব্রেরী, টিএসসি, কার্জন হল হয়ে শাহবাগ মোড়ে হ্যাপি নিহত হওয়ার স্থানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে প্রগতির পরিব্রাজক দল (প্রপদ) প্রতিবাদী কফিন নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। এ সময় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে শোক র‌্যালি বের করে। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে 'পড়তে এসে লাশ হয়ে ফিরতে চাই না' এ হত্যার দায় নেবে কে; সম্বলিত বাহারি ধরনের প্ল্যাকার্ড বহন করে। র‌্যালিটি শাহবাগ মোড়ে গিয়ে নিহত হওয়ার স্থানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১১টার দিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হ্যাপি হত্যায় জড়িতদের শাস্তি ও ক্যাম্পাসে ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধের দাবী জানিয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি হাসান মামুন। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল, সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু, সহ-সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, মোস্তফা খান সফরী, আঃ কাদের ভুইয়া জুয়েল, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, মামুন, আকরাম হোসেন, ওবায়দুল হক নাসির প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা ক্যাম্পাসে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ, ডিভাইডার, স্পীড ব্রেকার নির্মাণসহ ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবী জানান। সমাবেশের পর ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিশাল শোক র‌্যালি বের করে।

১২টার দিকে ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্র সংগঠন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা, ভারী ও পাবলিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধসহ ৬ দফা দাবীতে মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে এবং শাহবাগ মোড়ে গিয়ে হ্যাপি নিহত হওয়ার স্থানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, সহ-সভাপতি কামরুম পোদ্দার, জাসদ ছাত্রলীগ আলী হাসান তরুণ, ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন প্রমুখ।

দুপুর ১২টার দিকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল পরীক্ষা এবং ক্লাস বর্জন কর্মসূচী পালন করছিল। বেলা পৌনে ১১টার দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এস এম এ ফায়েজ এবং প্রক্টর আ ক ফিরোজ আহমেদ চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে যান। একটি সূত্র জানিয়েছে, বাম সংগঠনগুলোর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাম নেত্রী ফারজানা ববি এবং তাজনা গত শনিবার রাত থেকে রোকেয়া হলের ছাত্রীদের গতকালের শোক র‌্যালি এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের কর্মসূচীর কথা জানিয়ে তাতে যোগ দেয়ার জন্য বলেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে পূর্ব নির্ধারিত শোক র‌্যালি শাহবাগ মোড়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য না গিয়ে চারুকলায় ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসূচীতে গিয়ে যোগ দেয়। ঘটনা বুঝতে পেরে অনেক ছাত্রী হলে চলে যায়। এ সময় বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা রোকেয়া হল থেকে আসা ছাত্রীদের সাথে যোগ দেয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে চারুকলার পরিচালকের রুমের সামনে অবস্থান করে। এ সময় চারুকলার পরিচালকের রুমে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরকে তারা অবরুদ্ধ করে রাখে। বাম নেত্রী সাইফেলা আক্তার, জনার্দন দত্ত নান্টু, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাবি সভাপতি আরিফ, ফারজানা ববি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা আবু রায়হান, আকরাম ৪ ঘণ্টা মাইক্রোফোনে বক্তব্য রাখেন। এ সময় বাম নেতৃবৃন্দ প্রক্টরকে পুলিশী নির্যাতনের দায়ভার কাঁধে নিয়ে ৩ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগের জন্য আহ্বান জানান। ১২টার দিকে বাম নেতারা অবরুদ্ধ ভিসি, প্রক্টরের কক্ষের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রদল ঢাবি শাখার সভাপতি হাসান মামুন ছাত্রদলের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে ভিসির অফিসে যান। ভিসিকে অফিসে না পেয়ে চারুকলায় তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করতে আসেন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের চারুকলায় অবস্থানের পর চারুকলা ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঢাবি শাখার সভাপতি হাসান মামুন চারুকলার পরিচালকের রুমে অবস্থানরত ভিসির সাথে দেখা করতে গেলে বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাকে বাধা দেন। এ সময় বাম সংগঠনের নেতারা হাসান মামুনকে বলেন, এটা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন, এটা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী নয়। এখানে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। এ সময় বাম সংগঠনের এক নেতা হাসান মামুনের সার্টের কলার চেপে ধরে। এ ঘটনা জানতে পেরে চারুকলায় অবস্থানরত বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এরপর সংঘর্ষ শুরু হয়। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে লাঠিসোটা দিয়ে হামলা করে এবং পরিচালকের রুমের সামনে থেকে তাদের বের করে দেয়। প্রগতিশীল ছাত্র জোট অভিযোগ করেছে, ছাত্রদলের হামলায় তাদের প্রায় ২০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা আকরাম হোসেনকে ছাত্রদল কর্মীরা দু'তলা থেকে ফেলে দিয়েছে। তার পা ভেঙ্গে গেছে। এ ঘটনায় আহত বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীরা হলেন- আবু রায়হান, সেলিনা আক্তার সুমী, মেহেদী, মামুন, গোলাম শাহরিয়ার, শাহীন, আসাদুজ্জামান, আজিজ, হাসনাত, দুবনা তাবাসসুম ও নাদভী প্রীতম। এ সময় ছাত্রদল কর্মীরা দৈনিক মানবজমিন এবং দৈনিক জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার রিয়াজুল ইসলাম এবং মাহফুজুল আনোয়ার শিপুকে মারধর করে। এ ঘটনায় ছাত্রদল জিয়া হল শাখার কর্মী আরবী বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র আবু হেলাল এবং জসীম উদ্দিন হলের আইন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মাকসুদকে ছাত্রদল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। পরে ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর চারুকলার শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহায়তায় ভিসি ও প্রক্টর চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা, ছাত্রছাত্রীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় আমি বেরিয়ে এসেছি।

প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও নির্যাতন বিরোধী ছাত্রদের সংবাদ সম্মেলন

প্রগতিশীল ছাত্রজোট গতকাল বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের হামলার প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাকীবিল্লাহ লিপন, মোশাররফ হোসেন, নেতৃবৃন্দ ভিসিকে অবরুদ্ধ করে রাখার বিষয়ে অস্বীকার করে বলেন, ছাত্র সাধারণ ছাত্রীদের আন্দোলনে বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দেখতে গিয়েছে। ছাত্রদল তাদের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। তাদের নেতা-কর্মীদের আহত করেছে।

নেতৃবৃন্দ বাদুড়তলা থেকে শাহবাগ রাস্তাটি হ্যাপির নামে নামকরণসহ ৭ দফা দাবী জানান। এছাড়া বিকেলে নির্যাতন বিরোধী ছাত্র সংগঠন শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তপু। সংবাদ সম্মেলনে ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণসহ ৫ দফা দাবী পেশ করা হয়। পরে কর্মীরা গান রাস্তায় আল্পনা এঁকে প্রতিবাদ জানান।

ছাত্রদলের বক্তব্য

ছাত্রদল ঢাবি শাখার সভাপতি হাসান মামুন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে চারুকলার হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, আমাদের কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভিসির সাথে দেখা করতে গেলে সেখানে অবস্থানরত বাম সংগঠনের নেতারা ছাত্রদল নেতাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে সেখানে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানান। এ সময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে সংঘর্ষ বেধে গেলে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টায় বড় ধরণের সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়। ছাত্রদল এ হামলার সাথে জড়িত নয়।

জরুরী সিন্ডিকেট

হ্যাপি নিহত হওয়ার ঘটনা এবং পরবর্তী পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে গতকাল সন্ধ্যায় সিন্ডিকেটের এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ৭ দিনের মাঝে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় ডিসিপ্লিনারী বোর্ডের সভা ডাকা হয়েছে।

আজকের কর্মসূচী

সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সংগঠন আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অফিস ঘেরাও করবে, ছাত্র ইউনিয়ন ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করবে। গতকাল পুলিশ শাহবাগ মোড় এবং টিএসসি এলাকায় অবস্থান করলেও কোন সংঘর্ষ বাধেনি।

এদিকে গতকাল ঢাবি চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের হামলার নিন্দা জানিয়েছে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ঢাবি ছাত্রী হ্যাপির নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল।